সংবাদ

তারিখ 31 AUG 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১১ সরকারি স্কুলে কলেজ শাখার ক্লাস নেয়া হচ্ছে স্কুল শিক্ষকদের দিয়ে

- চার বছরেও শিক্ষক-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি হয়নি
- প্রাইভেট টিউশনির ওপর নির্ভরশীল শিক্ষার্থীরা

রাকিব উদ্দিন

২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষ ও ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে দেশের ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। কিন্তু চার বছরেও এসব প্রতিষ্ঠানে কলেজ শাখার জন্য শিক্ষক-কর্মচারীর পদ সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রথমে স্কুলগুলোতে দু'তিন জন করে সরকারি কলেজের প্রভাষক পদায়ন করা হলেও পরবর্তীতে আর শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে জোড়াতালি দিয়ে বিশেষ করে স্কুল শিক্ষক ও বেসরকারি কলেজ শিক্ষক দিয়েই একাদশ শ্রেণীর একাডেমিক কার্যক্রম কোনভাবে চালু রাখা হয়েছে।

এছাড়া কলেজ শিক্ষকরাও স্কুল শিক্ষকদের সঙ্গে একসঙ্গে চাকরি করতে স্বস্তিবোধ করছে না। স্কুল শিক্ষকরাও কলেজের প্রভাষকদের মেনে নিতে পারছেন না। এ নিয়ে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন বিসিএস শিক্ষা সমিতি এবং সরকারি স্কুল শিক্ষকদের সংগঠন মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিরোধও দীর্ঘদিন ধরে চলমান।

এ অবস্থায় দায়সারা পাঠদান থেকে পরিত্রাণ পেতে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও কলেজ শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট টিউশনির ওপর নির্ভর হয়ে পড়ছেন। প্রাইভেট টিউশনির লোভে পার্শবর্তী বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা কোন সম্মানী ছাড়াই সরকারি স্কুলের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশিদ সংবাদ'কে বলেছেন, 'নিয়মানুযায়ী কোন স্কুলে কলেজ শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হলে আগেই শিক্ষক-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু ১১টি সরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি'।

তিনি জানান, 'এখন সবক'টি স্কুলের প্রধান শিক্ষককেই নিজস্ব উদ্যোগে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে পদ সৃষ্টির জন্য আমাদের কাছে আবেদন করতে হবে। এরপর আবেদন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে'।

জানা গেছে ১১টি স্কুলের কলেজ কলেজ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

কলেজ : শাখার ক্লাস

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শাখার জন্য স্কুল প্রতি ২০ জন শিক্ষক এবং ১০ জন কর্মচারী নিয়োগের জন্য ২০০৯ সালেই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) থেকে একটি প্রস্তাব পাঠানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার চরম গাফিলতির জন্য এ প্রস্তাব আলোর মুখ দেখা তো দূরের কথা, এ নিয়ে কোন আলোচনাই হয়নি। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকরা।

১১টি স্কুলের যেসব শিক্ষকের অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি আছেন, তাদের দিয়েই বর্তমানে নামকাওয়াস্তে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হচ্ছে। যদিও এই ১১টি স্কুলেই বর্তমানে শিক্ষক স্বল্পতা আছে। এর মধ্যেই জোড়াতালি দিয়ে কলেজ শাখার একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামরুন নাহার চৌধুরী সংবাদ'কে বলেন, 'শিক্ষক স্বল্পতা নিয়ে খুব কষ্টে আছি। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী আছে প্রায় ২৫০। প্রভাষক আছেন মাত্র তিনজন'। তিনি জানান, 'পার্শবর্তী একটি বেসরকারি কলেজের কিছু শিক্ষক কোন সম্মানি ছাড়াই তার প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন'।

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় পদ সৃষ্টি না করেই হঠাৎ এ স্কুলসহ কিছু প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণী চালু করা হয়। প্রথমে তিনজন প্রভাষক নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু পরে আর পদ সৃষ্টি করা হয়নি'।

মাউশি জানায় দেশের ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে শিক্ষকের পদ আছে নয় হাজার ৭৩২টি। এর মধ্যে বর্তমানে প্রায় এক হাজার পদ শূন্য আছে। এমনকি ২১৭ স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদও বর্তমানে শূন্য আছে। সহকারী শিক্ষক দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হচ্ছে। একাদশ শ্রেণী চালু থাকা স্কুল : মূলত সরকারি ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংকুলান না হওয়া ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে রাজধানীর দুটি স্কুলে একাদশ শ্রেণীতে পাঠদান চালু করা হয়। প্রতিষ্ঠান দুটি হলো- গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল এবং শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। পরে ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষে সাতটি প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হয়। স্কুলগুলো হলো- রাজধানীর শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, খুলনা জিলা স্কুল এবং বরিশাল জিলা স্কুল। পরে সুনামগঞ্জের সরকারি এসসি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং সিলেটের সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়েও একাদশ শ্রেণীতে পাঠদান চালু করা হয়েছে। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজ উদ্দিন সংবাদ'কে বলেন, 'আমার প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য কোন কলেজ শিক্ষক নেই। তবে স্কুলের ২৯ জন শিক্ষক অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রিধারী। তাদের মধ্য থেকে ১৬ জন শিক্ষক একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছে'।

উপরোক্ত ১১টি প্রতিষ্ঠানেই একাদশ শ্রেণীতে কেবল বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি নেয়া হয়। এর মধ্যে একাদশ শ্রেণী অর্থাৎ প্রথম বর্ষে ১৬০টি এবং দ্বিতীয় বর্ষে ১৬০টি করে মোট ৩২০টি ভর্তিযোগ্য আসন আছে। একাদশ শ্রেণীর একাডেমিক কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব পালনের কথা মাউশির আঞ্চলিক উপ পরিচালকদের (ডিডি)। কিন্তু প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান, ১১টি স্কুলের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি হচ্ছে বললেই চলে। কারণ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি করতেই ডিডিদের হিমশিম খেতে হয়।